যুগান্তর

তারিখ 18 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষার্থীরা আর কত ঝরে পড়বে?

বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার ইতিহাস নতুন কিছু নয়। শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হলেও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এদেশের অধিকাংশ শিশু। তারপরও যারা প্রাথমিক স্কুলের বারান্দায় যাওয়ার সাহস করে তাদের মধ্য থেকেও প্রতিবছর ঝরে পড়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থী। এ জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হচ্ছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, বাল্যবিবাহ, অপুষ্টি, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যকে। জানা যায়, ২০০৮ সালে ৩৭ লাখ ৮৯ হাজার ২১১ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৬ লাখ ৩৮ হাজার ৪০৪ জন শিক্ষার্থী ২০১২ সালে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিবন্ধন করে। দেখা যাচ্ছে, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছতে আসতে সাড়ে ১১ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। ২০১২ সালে প্রথমবারের মতো পঞ্চম শ্রেণী শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৯ লাখ ৭৯ হাজার ৮৯৫ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এতে ১৬ লাখ ২০ হাজার ৫৪ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। অর্থাৎ এ সময়ে ৪ লাখ ২৬ হাজার ৩২০ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়নি। গেল বছর ২০০৯ সালের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জেএসসিতে অংশ নিয়েছে ১৫ লাখ ৫৩ হাজার ৫৭৫ জন শিক্ষার্থী। এখানেও দেখা যায়, এই ব্যাচে পিএসসিতে উত্তীর্ণ ৬৬ হাজার ৪৭৯ জন ঝরে পড়েছে। ২০১২ সালে প্রাথমিক

সমাপনী পরীক্ষার প্রথম দিনেই অনুপস্থিত ছিল ২ লাখ ১৪ হাজার ৪৩ জন শিক্ষার্থী। এ বছর এসএসসি পরীক্ষার আগেই প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। যেসব শিক্ষার্থী ২০১০ সালে জেএসসি এবং জেডিসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে এই অংশটি পরীক্ষা দেয়নি। সংবিধানের ১৭ নং ধারায় সকল নাগরিকের শিক্ষার অধিকার কথা বলা হয়েছে এবং এই অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের। কিন্তু রাষ্ট্র সেই অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ২০১০ সালে যে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে তা পূর্বগুলো থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এই শিক্ষা নীতি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এবং শামসুল হক শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭)-এর আদলে গঠন করা হয়েছে। পূর্বের এ দুটি শিক্ষা কমিশনে টাকা যার শিক্ষা তার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। মহাজোট সরকার প্রণীত শিক্ষা নীতিতে এর ব্যতিক্রম কিছু করা হয়নি। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দেয়া খুব ভালো উদ্যোগ। তবে শিক্ষা নীতিতে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে হবে। বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতনসহ নানে-বেনামে বিভিন্ন ফি বেড়েই চলছে। গত মাসেও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষানীতির পঞ্চম অধ্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় হিসেবে ধরে করানো হচ্ছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পুঁজি বিনিয়োগ মানে মুনাফা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র নয়। বস্তুত ঝরে পড়ার হাত থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে হলে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা শেষে কাজের নিশ্চয়তাও প্রদান করতে হবে।

মিঠুন গোস্বামী
শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট
mitun37@student.sust.edu